দৈনিক সংবাদ
তারিখ ... 09 AUG 1997 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

12

ছাত্র রাজনীতি এবং মেয়েরা

জোবাইদা নাসরীন কণা

নারী জাগরণে বাংলাদেশের মেয়েরাও এগিয়ে এসেছে অনেকখানি। শিক্ষা, সংস্কৃতি, চিকিৎসা কিংবা কর্মক্ষেত্রে এই অগ্রগতি যতটা আশাব্যঞ্জক, ঠিক ততটাই হতাশাব্যঞ্জক ছাত্র রাজনীতিতে মেয়েদের অংশগ্রহণের হার।

ষাট ও সত্তর দশকে ছাত্র রাজনীতিতে মেয়েদের অংশগ্রহণ গর্ব করার মত। কিন্তু আশি'র দশকে এসে তা ক্রমে কমতে শুরু করে এবং নব্বই'র দশকে ছাত্র রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারী মেয়েদের অংশগ্রহণ হাতে গোনা কয়েকজন। ছাত্র রাজনীতিতে মেয়েদের অংশগ্রহণ কেন কমে যাচ্ছে?

উম্মে খায়ের ফাতেমা পুষ্প
২য় বর্ষ, ইংরেজি বিভাগ

কলা অনুষদের ইংরেজি বিভাগের ছাত্রী উম্মে খায়ের ফাতেমা পুষ্প এ প্রশ্নের জবাবে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সমাজের কিছু অংশ রয়েছে যারা ছাত্র রাজনীতিতে অংশগ্রহণে মোটেই আগ্রহী নয়, আবার তাদের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ছাত্র রাজনীতিতে আসতে দারুণভাবে আগ্রহী, অথচ তারা ছাত্র রাজনীতিতে আসতে পারছে না। ছাত্র রাজনীতিতে ছাত্রী সমাজের এই যে অনাগ্রহ কিংবা আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও অংশগ্রহণ করতে না পারা এর কারণগুলোর মধ্যে প্রথম কারণ প্রথাগত বিশ্বাস।

একশ্রেণীর মেয়ে মনে করে রাজনীতি ব্যাপারটি আসলে পুরুষ সমাজের জন্য।

আর যারা এসব বাধাকে অতিক্রম করে রাজনীতিতে আসতে চায়, তাদের অনেককেই আবার পারিবারিকভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়। এদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে অভিভাবক গোষ্ঠী একটি মেয়েকে আগলে রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হিসেবে মনে করেন।

যে রাজনীতি সন্ত্রাস আর অস্ত্র প্রদর্শনে সদা ব্যস্ত, সেই রাজনীতিতে কোন আদর্শ থাকতে পারে না। যে ছাত্রী সমাজ রাজনীতিতে বিশ্বাস, গঠনমূলক রাজনীতিতে বিশ্বাসী তারা বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত হওয়ার পেছনে কোন কারণ খুঁজে পায় না।

অমিতা চক্রবর্তী
তৃতীয় বর্ষ, ইলেক্ট্রনিক্স ও কম্পিউটার বিজ্ঞান

বিজ্ঞান অনুষদের ইলেক্ট্রনিক্স ও কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী অমিতা চক্রবর্তী ছাত্র রাজনীতিতে মেয়েদের অংশগ্রহণ কমে যাবার কারণ হিসেবে বলেন–

একটা সময় ছিল যখন আমাদের শত্রু ছিলো ইংরেজ, পরবর্তীতে পাকিস্তানিরা। ওরা সকলেই ছিল চিহ্নিত শত্রু। কিন্তু সব শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দেশ যখন স্বাধীন তারপরও সাধারণ মানুষের অবস্থার পরিবর্তন ঘটেনি। এ জন্য শত্রু হিসেবে আমরা কাকে চিহ্নিত করবো? সিস্টেম দায়ী– এতো আমরা সকলেই বুঝি।

বারবার সরকার পরিবর্তন হচ্ছে; কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে না। এ কারণে আন্দোলনে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখতে পারছে না ছেলেরা, মেয়েরা সকলেই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর ছাত্র সংগঠনগুলোর যে ধরনের রাজনীতি চর্চা দেখা যায় তাতে একজন নেতা আদর্শের প্রতীক না হয়ে ভয়ের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছাত্রীরা কেন ছাত্র রাজনীতিতে আগ্রহী হবে?

তাছাড়া অর্থনৈতিকভাবে ভালো থাকতে চাইছে সবাই। সময়টাই তাই বন্ধ্যা, মেয়েদের ভূমিকাও তাই স্তিমিত।

সায়েমা ইসলাম
তৃতীয় বর্ষ, নৃবিজ্ঞান

কলা ও বিজ্ঞান অনুষদশেষে এবার সমাজ বিজ্ঞান অনুষদে। নৃবিজ্ঞানের ছাত্রী সায়েমা ইসলাম ছাত্র রাজনীতিতে মেয়েদের অংশগ্রহণ কমে যাওয়ার কারণ হিসেবে জানান; বর্তমানে শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতির নামে যা চলছে, তাতে মন না দিয়ে ছাত্রীরা যে পড়াশুনায় মন দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে সেটাই বরং তাদের হীনতর অবস্থানকে উৎরে দেবে।